দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

038

খুলনার ৩টি সরকারী কলেজে আসনের দ্বিগুণ ভর্তিচ্ছুক আবেদন করেছে

।।খুলনা অফিস।।

খুলনা, ৭ সেপ্টেম্বর।— খুলনা মহানগরীর তিনটি সরকারী মহাবিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির আসনের চেয়ে দ্বিগুণ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। পাশাপাশি বেসরকারী মহাবিদ্যালয়গুলোতে চাহিদা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে না। সরকারী মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে অভিভাবকরা হতাশ হয়ে পড়েছে।

সরকারী মহাবিদ্যালয়গুলোর দায়িত্বশীল সূত্রে প্রকাশ, তিনটি সরকারী মহাবিদ্যালয়ে ১৫৩৪টি আসনের জন্য ৩২২৮টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। সব চেয়ে বেশী আবেদনপত্র জমা পড়েছে দৌলতপুর সরকারী বিএল কলেজে। খুলনা মহানগরীর আযম খান সরকারী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ৪০০টি আসনের জন্য ৫৬৫টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। গত ৩১ আগস্ট ছিল প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা। দৌলতপুর সরকারী বিএল কলেজে প্রথম বর্ষে ৮০০ আসনের জন্য ২২০৭টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। তার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৩৫০টি আসনের জন্য ৯৯৩টি, মানবিক বিভাগে ৩০০টি আসনের জন্য ৬৭৪টি আবেদনপত্র, বাণিজ্য বিভাগে ১৫০টি আসনের জন্য ৫৪০টি আবেদনপত্র রয়েছে। খুলনা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ৩৩৪টি আসনের জন্য ৫১০টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

তার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ১৭০টি আসনের জন্য ২৬৬টি আবেদনপত্র, মানবিক বিভাগের ১৬৪টি আসনের জন্য ২৪৪টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ভর্তিচ্ছুকদের ভর্তি পরীক্ষা গত মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে ভর্তিচ্ছুকরা প্রতিনিয়তই শিক্ষক, ছাত্র সংসদের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বাসভবনে ধরনা দিচ্ছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, বাংলাদেশ ছাত্র লীগ (সু-র) সরকারী মহাবিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে সভা, সমাবেশ, মিছিল অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি মহানগরীর বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে চাহিদার তুলনায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে না। সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক বিভাগে আসন সংখ্যা ৮০০, গত ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। পাইওনিয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ৫০০ আসনের মধ্যে, ২৫০ জন ছাত্রীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে।

বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে বৃহৎ এম, এম, সিটি কলেজে ১২০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৫০০ ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় নাগাদ আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে বলে সূত্র আশা প্রকাশ করেছে। তবে এবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।